তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৮৪৮

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান**

**মোংলা ও পায়রার জন্য ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের**

**জন্য ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত বজায় থাকবে**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন নম্বর ৩৬ অনুসারে উপকূল অতিক্রমরত ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ আরো উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে উপকূল অতিক্রম সম্পন্ন করে বর্তমানে সাতক্ষীরা জেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় হিসেবে অবস্থান করছে। এটি আরো উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

 ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৭৪ কি. মি. এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১৬০ কি. মি. যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১৮০ কি. মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। সাগর উত্তাল থাকবে।

 মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ১০ (দশ) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 ঘূর্ণিঝড় এবং দ্বিতীয় পক্ষের চাঁদের সময়ের শেষ দিনের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১০-১৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে এ অঞ্চলসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ-সহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

 উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

রশিদ/মাহমুদ/*রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/২৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪৭

**করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এক অনাড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

 প্রাথমিক পর্যায়ে আজ ২৪টি ফেডারেশন থেকে মনোনীত প্রায় ছয় শতাধিক খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। খেলোয়াড়দের পক্ষে তাদের নিজ নিজ ফেডারেশনের প্রতিনিধিবৃন্দ চেক গ্রহণ করেন।

 চেক বিতরণকালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জানান মানবিক এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে

খেলোয়াড়দের সহায়তা করার লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঈদের পরে আরো অধিক সংখ্যক খেলোয়াড়কে সহযোগিতা করতে পারার বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আকতার হোসেন এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

*আরিফ*/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪৬

**আম্পানের কারণে ক্ষতিগ্রস্তদের রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 দুর্যোগকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদক, চাষি ও খামারিদের রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সুপার সাইক্লোন ‘আম্পান’ এর প্রভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত জরুরি সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের এ নির্দেশ প্রদান করেন।

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন ও শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, যুগ্মসচিব মোঃ তৌফিকুল আরিফ এ সময় সভায় উপস্থিত ছিলেন। মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস্ আফরোজ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী হাসান আহমেদ, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, চট্টগ্রাম-এর পরিচালক মোঃ লতিফুর রহমান এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের উপপরিচালকগণ ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন।

 এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, ‘দুর্যোগের সময়ে মাছ এবং গবাদিপশুর খাবার সংকটের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী সরিয়ে নেয়ার জন্য মানুষদের বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নিতে হবে। কি পরিমাণ মাছ ধরার ট্রলার বড় নদী বা সমুদ্রে আছে তার তথ্য কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে জানাতে হবে। উপকূলীয় প্রতিটি জেলার হালনাগাদ তথ্য তথা কি পরিমাণ গবাদিপশু নিরাপদ আশ্রয়ে আনা হয়েছে, মাছের কতটি ঘের সংরক্ষণ করা হয়েছে সে রিপোর্ট দিতে হবে। তিনি বলেন, এখনও যেসকল মৎস্য নৌযান সমুদ্রে বা বড় নদীতে রয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে।”

 কর্মকর্তাদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘উৎপাদক, চাষি ও খামারীরা বিপন্ন হলে দেশের অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ জন্য তাদের লালন ও পরিচর্যা গভীরভাবে করতে হবে। প্রতিটি জেলার কন্ট্রোল রুম মনিটর করতে হবে। গবাদিপশুর খাদ্য বিতরণ স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সঠিকভাবে মনিটর করতে হবে, যাতে বরাদ্দকৃত খাদ্য প্রকৃত খামারীদের কাছে পৌঁছায়। তৎপরতার সাথে কাজ করলে দুর্যোগে মৎস্যজীবী বা খামারিদের ক্ষতি অতীতের মতো হবে না। জরুরি পরিস্থিতিতে আরো অধিক নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

#

*ইফতেখার*/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪৫

**পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে**

 **-- শিল্প প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 করোনা পরিস্থিতিতে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র কৃষকদের নিকট পর্যাপ্ত রাসায়নিক সারের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিসিআইসি’র সার কারখানাসমূহে উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রেক্ষিতে সারের উৎপাদন চলমান রয়েছে।

 শিল্প প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর মিরপুরের ইব্রাহিমপুরে অবস্থিত মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে গরীব দুঃস্থ ও অসহায়দের মাঝে ঈদের উপহার সামগ্রী বিতরণকালে এ কথা বলেন।

 করোনা পরিস্থিতিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং ওয়ার্ডের আয়-রোজগারহীন মানুষের মাঝে শিল্প প্রতিমন্ত্রী তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষ হতে আজ ঈদের উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। প্রায় ২ হাজার পরিবারকে আজ সেমাই, চিনি, আটা, আলু, চাল, ডাল বিতরণ করা হয়।

 এ সময় শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। এবার বোরো ধানের উৎপাদন ভাল হওয়ায় করোনায় দেশের কোথাও খাদ্যের সংকট হবেনা। করোনা পরিস্থিতিতে কলকারখানায় শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত হলে উৎপাদন কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

 স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ১৮৪৪

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান**

**মোংলা ও পায়রার জন্য ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের জন্য ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়ার বিশেষ বুলেটিন নম্বর ৩৫ অনুসারেউত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ আরো উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আজ বিকাল ৪টা নাগাদ সাগরদ্বীপের পূর্বপাশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে এবং এটি আজ সন্ধ্যা ৬টায় পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকায় (সুন্দরবন এলাকা) অবস্থান করছিল। এটি আরো উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে আজ বিকাল অথবা সন্ধ্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম সম্পন্ন করতে পারে।

 ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৭৪ কি. মি. এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ১৬০ কি. মি. যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১৮০ কি. মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন সাগর এলাকা উত্তাল রয়েছে।

 মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ১০ (দশ) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 ঘূর্ণিঝড় এবং দ্বিতীয় পক্ষের চাঁদের সময়ের শেষ দিনের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১০-১৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে। ঘূর্ণিঝড় অতিক্রমকালে এ অঞ্চলসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ-সহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

 উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

আবুল কালাম/মাহমুদ/*রেজ্জাকুল/সেলিম/২০২০/১৮৩০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪৩

**ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় গৃহীত কার্যাবলী**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' এর সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবিলায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করেছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর- ৯৫৭৩৬২৫।

 স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে ইতোমধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম ভান্ডার বিভাগে ১৫ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এবং ১০ লাখ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুদ করেছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকায় এবং প্রতিটি জেলায় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। এছাড়া-

* সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি জেলায় ২ লাখ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট প্রেরণ করা হয়েছে। সম্ভাব্য আক্রান্ত প্রতিটি বিভাগের স্টোরে ১০ লাখ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুদ রাখা হয়েছে।
* প্রতিটি জেলায় প্রতি ঘন্টায় ২ হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পাঠানো হয়েছে,
* ১০লিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৫০০০ টি জেরিকেন প্রতিটি জেলায় পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার জন্য ৫০০টি করে হাইজিন কিট পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার একটি করে ওয়াটার ক্যারিয়ার পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলায় নলকুপ মেরামতের প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং ব্লিচিং পাউডার পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার ১০০০ টি নতুন নলকূপ স্থাপনের জন্য মালামাল পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার ৫০০ টি অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণের মালামাল পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার ২০০০টি নলকুপ জীবাণুমুক্তকরণের মালামাল পাঠানো হয়েছে,
* প্রতিটি জেলার ২০০০টি নলকূপ উচুকরণের মালামাল পাঠানো হয়েছে,
* পার্শ্ববর্তী জেলা হতে প্রতি জেলায় অতিরিক্ত নলকূপ মেকানিক প্রেরণ করা হয়েছে।

 স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দুর্যোগকালীন দেশব্যাপী পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছে। একই সাথে উপকূলীয় জেলাসমূহে কর্মরত এলজিইডি'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দুর্যোগকালীন অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে স্ব-স্ব কর্মস্থলে অবস্থান করে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

 জলোচ্ছ্বাস/বর্ষার আপদকালীন সময় রাস্তার যে কোনো জায়গায় বা অংশে যে কোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙ্গে গেলে এলজিইডি’র পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা’তে আপদকালীন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা হবে।

#

হাসান/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪২

**ত্রাণে অনিয়ম : এবার বরখাস্ত একই ইউনিয়ন পরিষদের ৭ জন**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 ত্রাণ ও চাল আত্মসাতের অভিযোগে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইনামুল হাসান ও একই ইউপি'র ৬ সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। আজ স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

 করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হবার পর এ নিয়ে মোট ৬৬ জন জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো। এদের মধ্যে ২১ জন ইউপি চেয়ারম্যান, ৪২ জন ইউপি সদস্য, ১ জন জেলা পরিষদ সদস্য এবং ২ জন পৌর কাউন্সিলর।

 আজ সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত সদস্যরা হলেন গোপালপুর ইউপি'র ১ নং ওয়ার্ডের মোঃ ওবায়দুর রহমান, ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ বাকিয়ার রহমান, ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য ইব্রাহিম শেখ, ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ রেজাউল করিম, ৯ নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ অলিয়ার রহমান, এবং ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য স্বপ্না বেগম।

#

হাসান/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪১

**আলোকচিত্র সাংবাদিক মিজানুর রহমানের মৃত্যুতে তথ্যমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক ও আলোকচিত্র সাংবাদিক মিজানুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 ড. হাছান মাহ্‌মুদ তাঁর শোকবার্তায় আলোকচিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মিজানুর রহমানের দীর্ঘ অবদানের কথা স্মরণ করেন। মন্ত্রী প্রয়াতের আত্মার শান্তি কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৪০

**বিদ্যুৎ বিল নিয়ে গ্রাহক অসন্তোষ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে**

 **--বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে গ্রাহক অসন্তোষ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। গ্রাহকদের সাথে আস্থার সম্পর্ক স্থাপন করে কল সেন্টারগুলো অধিকতর গ্রাহকবান্ধব করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড ( ডেসকো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো), নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো), পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি (পিজিসিবি) ও পাওয়ার সেলের সাথে চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে পর্যালোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

 বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সভায় আসন্ন ঘুর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংস্থাগুলোর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেন। দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি সন্তোষজনক জানিয়ে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ সঞ্চালনে যে কোন বিঘ্ন দ্রুত মেরামত করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ অব্যাহত রাখতে হবে।

 নসরুল হামিদ এ সময় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) –এর নারায়ণগঞ্জস্থ ফতুল্লায় নবনির্মিত ১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রীড উপকেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

 ভার্চুয়াল এ সভায় অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব ডঃ সুলতান আহমেদ, পিডিবির চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকাশ দেওয়ান, ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ কাওসার আমীর আলী, ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ শফিক উদ্দিন ও নেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৩৯

**সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান**

**এম শামসুল আলমের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চেয়ারম্যান, রিলায়েন্স ইনসিওরেন্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যাংক এশিয়ার পরিচালক এম শামসুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন ।

 এক শোকবার্তায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শামসুল আলম ছিলেন আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিকভাবে দীর্ঘ দিনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর পরামর্শ আমাকে ধন্য করেছে। শামসুল আলমের মৃত্যুতে আমরা বীমা শিল্পের একজন অভিভাবককে হারালাম।

 ড. মোমেন মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন।

 শামসুল আলম দীর্ঘদিন কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। আজ ভোরে ইউনাইটেড হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

#

তোহিদুল/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৩৮

**মসজিদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর ১২২ কোটি টাকা অনুদান**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যমান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দেশের মসজিদসমূহের জন্য ১২২ কোটি ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিরাজমান করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব অনুসরণসহ নানাবিধ কারণে দেশের মসজিদগুলোতে মুসল্লিগণ স্বাভাবিকভাবে ইবাদত করতে পারছে না। এতে দানসহ অন্যান্য সাহায্য কমে যাওয়ায় মসজিদের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে মসজিদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে মসজিদসমূহের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করতে প্রধানমন্ত্রী এ অনুদান প্রদান করেছেন।

 আজ অনুদানের অর্থ ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক বা উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে উক্ত অনুদানের অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে।

#

আনিস/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৩৭

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাত কাজ করছে**

 **-- স্বাস্থ্য মিডিয়া সেল**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত স্বাস্থ্য মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ) মোঃ হাবিবুর রহমান খান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় স্বাস্থ্য খাতের ১৯৩৩টি দল কাজ করছে। এগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামে ১২১২টি, খুলনায় ৩০৩টি ও বরিশালে ৪১৮টি স্বাস্থ্য দল রয়েছে। এই দলগুলো আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া ১৪ থেকে ২০ লাখ মানুষের ঔষধ সরবরাহসহ জরুরি স্বাস্থ্য সেবায় কাজ করবে।

 আজ দুপুরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্বাস্থ্য মিডিয়া সেল কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

 ব্রিফিংকালে সেলের আহ্বায়ক বর্তমান সমসাময়িক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি জানান তামাক ও তামাক সংক্রান্ত শিল্প সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা সংক্রান্ত কিছু প্রিন্ট ও অনলাইন সংবাদ পরিবেশন হচ্ছে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোভিড-১৯ উপলক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কিছু নির্দেশনা ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কিছু নির্দেশনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিছু সুপারিশ করেছে বলে অতিরিক্ত সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান খান জানান। প্লাজমা থেরাপি ও আমেরিকার ঔষধ রেমডিসিভির সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি জানান, প্লাজমা থেরাপি বর্তমানে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই থেরাপি ৪৫ জনের দেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা হবে। আর রেমডিসিভির ঔষধ দেশে উৎপাদন শুরু করা হয়েছে। আগামীকাল ২১ মে মন্ত্রণালয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট বেক্সিমকো ফার্মা কর্তৃক কিছু রেমডিসিভির ঔষধ জমা দেয়া হবে বলেও তিনি জানান।

 বর্তমানে ঢাকায় ১৪টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল কোভিড-১৯ হিসেবে ডেডিকেটেড করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে ২ হাজার শয্যার ডেডিকেটেড অস্থায়ী হাসপাতালটিও এখন আমাদের হাতে নেয়া হয়েছে। ঢাকা শহর ও বাইরের সব মিলিয়ে বর্তমানে দেশে অন্তত ১১০টির মতো কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাততাল প্রস্তুত রাখা হয়েছে বলেও জানান সেলের আহ্বায়ক।

#

মাইদুল/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৩৬

**ফটোসাংবাদিক মিজানুর রহমান খানের মৃত্যুতে নৌপ্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবং দৈনিক বাংলাদেশ খবরের ফটো সাংবাদিক (আলোকচিত্রী) এম মিজানুর রহমান খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, মিজানুর রহমান খান পেশাগত দায়িত্বের মাধ্যমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের আলোকচিত্র ধারণ ও প্রচার করেছেন যা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিকে বেগবান করতে সাহায্য করেছে। নিবেদিতপ্রাণ ফটোসাংবাদিক মিজানুর রহমানের পেশাগত নিষ্ঠার প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানান।

 প্রতিমন্ত্রী মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৮৩৫

বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির সভায় বাণিজ্যমন্ত্রী

**কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ববাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণের সময় এসেছে**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, কোভিড-১৯ পরবর্তী পরিবর্তিত বিশ্ববাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণের সময় এসেছে। বাংলাদেশ বিশ্ববাণিজ্য প্রতিযোগিতায় অনেক এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের নতুন স্থান সন্ধান করছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ১০০টি স্পেশাল ইকনোমিক জোনে বিশ্বের অনেক দেশ ও প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে। চলমান বিশ্বপরিস্থিতিতে জাপান চীন থেকে তাদের বিনিয়োগ অন্য দেশে স্থানান্তরের কথা বলছে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এতে করে বাংলাদেশের জন্য একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য বাংলাদেশকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

 মন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সার্বিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে “বাণিজ্য সহায়ক পরামর্শক কমিটির” ৭ম সভায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান, এমপি, এফবিসিসিআই এর সাবেক সভাপতি মফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন, বিজিএমই এর প্রেসিডেন্ট ড. রুবানা হক, এনবিআরএর চেয়ারম্যান, পারাষ্ট্রসচিব, শিল্পসচিব এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের প্রতিনিধি।

 অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দু’টি খাত একটি রপ্তানি অপরটি রেমিটেন্স। চলমান পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক্রয় আদেশ বাতিল না করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। অনেক দেশ ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ক্রয় আদেশ বাতিল করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে ঔষধ আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের যাতে থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার কোন সমস্যা না হয়, সেজন্য অনুরোধ জাননো হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো। সময়পযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ আসবে এবং রপ্তানিও অনেক বাড়বে।

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, দেশে শিল্প কলকারখানা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের বিনিয়োগ পলিচি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জানাতে হবে। আমরা সবধরণের সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত। দেশে শিল্প কারখানা গড়ে উঠলে কর্মসংস্থান বাড়বে।

 প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বাংলাদেশের সামনে সুযোগ এসেছে। সময় নষ্ট না করে এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। দ্রুত তালিকা তৈরি করে বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগযোগ করে বাংলাদেশের বিনিয়োগ পলিচি ও সুযোগ সুবিধা ও সম্ভাবনা তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

#

বকসী/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩৪

**ঈদের আগেই ১২ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তির টাকা পাবে**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 এসপিএফএমএসপি, অগ্রণী ব্যাংক ও বিকাশের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সমন্বিত উপবৃত্তির আওতায় জিটুপি এর মাধ্যমে ১২ লাখ ৫৯ হাজার ১০০ শিক্ষার্থীর কাছে জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উপবৃত্তির টাকা প্রদানের কার্যক্রম উদ্বোধন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। গভর্নমেন্ট টু পারসন (জিটুপি) পদ্বতিতে টাকা প্রেরণে তৃতীয় কোনো পক্ষ জড়িত থাকে না বলে কোন রকমের ভোগান্তি থাকে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ব্যাংকে আজ ২৩৬ কোটি ৯৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আজকের মধ্যে শিক্ষার্থীদের একাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দিবে। টিউশন ফি যাবে প্রধান শিক্ষকের একাউন্টে। যাদের বিকাশে একাউন্ট আছে তাদের বৃত্তির টাকা সরাসরি বিকাশ একাউন্টে চলে যাবে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ গোলাম ফারুক, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিকাশের প্রতিনিধি-সহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে আমরা এক মহাদুর্যোগ মোকাবিলা করছি। এই দুর্যোগের সময় সরকার জনগণকে সহযোগিতা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। উপবৃত্তির টাকাও এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে আরো ১২ লাখ শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তির ৬০৬ কোটি টাকা প্রেরণ করা হবে।

#

খায়ের/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩৩

**চব্বিশ লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেয়া হয়েছে**

 **-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, ঘূর্ণিঝড় আম্পান এর ভয়াবহতা থেকে জানমাল রক্ষার্থে খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগের ১৯ টি জেলার মোট ১৪ হাজার ৬৩৬টি আশ্রয় কেন্দ্রে ২৩ লাখ ৯০ হাজার ৩০৭ জন মানুষকে এ পর্যন্ত সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে । এছাড়াও ৫ লাখ ১৭ হাজার ৪৩২ টি গবাদি পশু আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদে সরিয়ে আনা হয়েছে ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে আয়োজিত ঘূর্ণিঝড় আম্পান মোকাবিলায় সরকারের প্রস্তুতি বিষয়ে সাংবাদিকদেরকে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন । এ সময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ কামাল এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মহসিন উপস্থিত ছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর ধারণক্ষমতা ৫৭ লাখ ১৩ হাজার ৬০৭ জন। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার স্বার্থে প্রায় ২৪ লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনা হয়েছে । আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, গো-খাদ্য, মাস্ক, স্যানিটাইজার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়েছে । নিরাপদ আলো ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ।

#

সেলিম/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                               নম্বর : ১৮৩২

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ১ লাখ ৭২ হাজার ৪৬৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৯৭ কোটি ৭৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ৬১৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৬ হাজার ৭৩৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩৮৬ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ২০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৩ লাখ ২৯ হাজার ৩২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে গতকাল পর্যন্ত  মোট বিতরণ করা হয়েছে ১৯ লাখ ৮১ হাজার ৫৭২টি এবং মজুত আছে ৩ লাখ ৪৭ হাজার ৪৬০টি।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৬টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৮৪০ জনকে।

আশকোনা হজ ক্যাম্পে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় ৪০০ জন এবং BRAC Learning Center এ ৬০০ জন, উত্তরা দিয়াবাড়ীতে ১২০০ জন, সাভারের BPATC তে ৩০০ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায় ৫৫৩ জনকে কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে আশকোনা হজ ক্যাম্পে মোট ১৩ জন, BRAC Learning Center এ ৩ জন এবং যশোর গাজীর দরগা মাদ্রাসায় ৭২ জন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ।

#

তাসমীন/মাহমুদ/রেজ্জাকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২০/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩১

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

**টিভি স্ক্রলে প্রচারের অনুরোধ :**

**মূল বার্তা :**

 ঘূর্ণিঝড় ‘আম্পান’ উপলক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ‘কন্ট্রোল রুম’ খুলেছে। প্রয়োজনীয় যোগাযোগের জন্য কন্ট্রোল রুমের টেলিফোন নম্বর হলো-৯৫৪৬০৭২। আজ (২০মে) সকাল ৮টা থেকে ২২ মে রাত ১০টা পর্যন্ত কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩০

**বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আরও পাঁচটি করে নতুন ‘পোর্টস অব কল’ এবং**

**দু’টি নৌ প্রটোকল রুটের সংযোজন**

**­**ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) এর আওতায় প্রতিটি দেশের আগের ছয়টি ‘পোর্টস অব কল’র সাথে আরও পাঁচটি করে নতুন ‘পোর্টস অব কল’, দু’টি করে এক্সটেন্ডেড ‘পোর্টস অব কল’ এবং আগের আটটি নৌ প্রটোকল রুটের সাথে দাউদকান্দি-সোনামুড়া ও সোনামুড়া-দাউদকান্দি রুট দু’টি সংযোজিত হয়েছে।

 আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পিআইডব্লিউটিটি’র দ্বিতীয় সংযোজনীপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব তথ্য জানানো হয়। দ্বিতীয় সংযোজনী পত্রে স্বাক্ষর করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী এবং বাংলাদেশস্থ ভারতের হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলি দাশ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণ, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

 দু’দেশের মধ্যে বিদ্যমান ছয়টি করে ১২টি ‘পোর্টস অব কল’ রয়েছে। সেগুলো হলো- বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, মোংলা, সিরাজগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও পানগাঁও এবং ভারতের কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ, পান্ডু, শিলঘাট ও ধুবরী। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশের রাজশাহী, সুলতানগঞ্জ, চিলমারী, দাউদকান্দি ও বাহাদুরাবাদ এবং ভারতের ধুলিয়ান,ময়া,কোলাঘাট, সোনামুরা, ও জগিগোপা। দু’টি করে ‘এক্সটেন্ডেড পোর্টস অব কল’ হলো বাংলাদেশের  নারায়ণগঞ্জ পোর্ট অব কল’র আওতায় ঘোড়াশাল ও পানগাঁও পোর্ট অব কল’র আওতায় মুক্তারপুর এবং ভারতের কলকাতা পোর্টঅব কল’র আওতায় ত্রিবেনী (বেন্ডেল) ও  করিমগঞ্জ  পোর্ট অব কল’র এর আওতায় বদরপুর।

 ২০১৮ সালের ২৪-২৫ অক্টোবর নয়াদিল্লীতে এবং ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় উভয় দেশের নৌসচিব পর্যায়ের বৈঠক এবং পিআইডব্লিউটিটি’র স্ট্যান্ডিং কমিটির সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন কয়েকটি ‘পোর্টস অব কল’, নতুন প্রটোকল রুট সংযোজন, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও ড্রেজিং এর জন্য পিআইডব্লিউটিটি’র দ্বিতীয় সংযোজনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর আগে ২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর পিআইডব্লিউটিটি’র প্রথম সংযোজনী স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বাংলাদেশের পানগাঁও এবং ভারতের ধুবরীকে ‘পোর্টস অব কল’ হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান ‘অভ্যন্তরীণ নৌ ট্রানজিট ও বাণিজ্য চুক্তি’ ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরের পর থেকে নবায়নের ভিত্তিতে অব্যাহত আছে। উক্ত প্রটোকলের মেয়াদ ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ উত্তীর্ণ হলে ২০১৫ সালের ৬ জুন পুনরায় পিআইডব্লিউটিটি স্বাক্ষরিত হয়।

  বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে আটটি নৌরুট বিদ্যমান রয়েছে। রুট গুলো হলো : কলকাতা- হলদিয়া- রায়মংগল- চালনা-খুলনা- মোংলা- কাউখালী- বরিশাল- হিজলা- চাঁদপুর- নারায়ণগঞ্জ- পানগাঁও- আরিচা- সিরাজগঞ্জ- বাহাদুরাবাদ- চিলমারী-ধুবরী- পান্ডু- শিলঘাট; শিলঘাট- পান্ডু- ধুবরী- চিলমারী- বাহাদুরাবাদ- সিরাজগঞ্জ-আরিচা- নারায়ণগঞ্জ-পানগাঁও- চাঁদপুর-হিজলা- বরিশাল-কাউখালী- মোংলা-খুলনা- চালনা-রায়মংগল- হলদিয়া-কলকাতা; কলকাতা- হলদিয়া-রায়মংগল- মোংলা- কাউখালী-বরিশাল-হিজলা- চাঁদপুর- নারায়ণগঞ্জ- পানগাঁও- ভৈরববাজার- আশুগঞ্জ- আজমেরিগঞ্জ- মারকুলি- শেরপুর- ফেঞ্চুগঞ্জ- জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ; করিমগঞ্জ- জকিগঞ্জ- ফেঞ্চুগঞ্জ- শেরপুর-মারকুলি- আজমেরিগঞ্জ- আশুগঞ্জ-ভৈরববাজার- নারায়ণগঞ্জ- পানগাঁও-চাঁদপুর- হিজলা- বরিশাল- কাউখালী- মোংলা- রায়মংগল- হলদিয়া- কলকাতা; রাজশাহী- গোদাগাড়ি- ধুলিয়ান; ধুলিয়ান-গোদাগাড়ি- রাজশাহী; করিমগঞ্জ- জকিগঞ্জ- ফেঞ্চুগঞ্জ- শেরপুর-মারকুলি- আজমেরিগঞ্জ- আশুগঞ্জ- ভৈরববাজার- নারায়ণগঞ্জ- পানগাঁও- চাঁদপুর- আরিচা- সিরাজগঞ্জ- বাহাদুরাবাদ- চিলমারী- ধুবরী- পান্ডু-শিলঘাট; শিলঘাট- পান্ডু- ধুবরী- চিলমারী- বাহাদুরাবাদ- সিরাজগঞ্জ- আরিচা- চাঁদপুর- নারায়ণগঞ্জ- পানগাঁও- ভৈরববাজার- আশুগঞ্জ- আজমেরিগঞ্জ- মারকুলি-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ- করিমগঞ্জ। এগুলোর সাথে নতুন দু’টি রুট দাউদকান্দি-সোনামুড়া ও সোনামুড়া- দাউদকান্দি এবং পাঁচটি করে দশটি ‘পোর্টস অব কল’ যুক্ত হবে।

 উল্লেখ্য, নৌ-প্রটোকল রুটে ২০১৮-১৯ সালে বাংলাদেশি জাহাজের মাধ্যমে ২ হাজার ৬৮৫টি ট্রিপে ২২ লাখ ৮৬ হাজার ৮৫২ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় জাহাজের মাধ্যমে ৫৯টি ট্রিপে ৭৮ হাজার ৭৯৪ মেট্রিক টন মালামাল পরিবাহিত হয়েছে। মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশি জাহাজে ২ হাজার ৫৯১টি ট্রিপের মাধ্যমে ২২ লাখ ২৩ হাজার ৪৬১ মেট্রিক টন এবং ভারতীয় জাহাজে মাধ্যমে ৫৪টি ট্রিপের মাধ্যমে ৮৮ হাজার ৫৬৬ মেট্রিক টন মালামাল পরিবাহিত হয়েছে।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১৪৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৮২৯

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান**

**মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের জন্য ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরের জন্য**

**৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার সাইক্লোন ‘আম্পান’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ দুপুর ১২টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৮০ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৭০ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ২৯০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৩২০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে আজ বিকাল অথবা সন্ধ্যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করতে পারে।

 সুপার সাইক্লোনের কেন্দ্রের ৮৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ২০০ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুপার সাইক্লোন কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

 মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ১০ (দশ) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১০-১৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে এবং এ অঞ্চলসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ-সহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

আবুল কালাম/অনসূয়া*/*জসীম/*লাভলী/২০২০/১৪১০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৮

**পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**­­­**ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র শবে কদরউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “পবিত্র লাইলাতুল কদর উপলক্ষে আমি দেশবাসী-সহ বিশ্বের সকল মুসলমানকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

 লাইলাতুল কদর এক মহিমান্বিত রজনি। সিয়াম সাধনার মাসের এই রাতে মানব জাতির পথ নির্দেশক পবিত্র আল-কোরআন পৃথিবীতে নাযিল হয়। পবিত্র কোরআনের শিক্ষা আমাদের পার্থিব সুখ-শান্তির পাশাপাশি আখিরাতের মুক্তির পথ দেখায়।

 মহান আল্লাহ তা’য়ালা লাইলাতুল কদরের রাতকে অনন্য মর্যাদা দিয়েছেন। হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও এ রাতের ইবাদত উত্তম। এই রাতে আল্লাহর অশেষ রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হয়। পবিত্র এই রাতে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। অর্জন করতে পারি তাঁর অসীম রহমত, বরকত ও মাগফেরাত।

 আসুন, আমরা সকলে এই মহিমান্বিত রজনিতে মহান আল্লাহ তা’য়ালার দরবারে বিশেষভাবে ইবাদত ও দোয়া করি যেন আল্লাহ বাংলাদেশের জনগণ-সহ বিশ্ববাসীকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মুক্তি দেন।

 পবিত্র এই রজনিতে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম জাহানের উত্তরোত্তর উন্নতি, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি।

 মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

#

*ইমরুল/অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৭

**পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**­­­**ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“মহিমান্বিত রজনি পবিত্র শবে কদর উপলক্ষে আমি দেশবাসী-সহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

পবিত্র লাইলাতুল কদর মানবজাতির জন্য অত্যন্ত বরকত ও পুণ্যময় রজনি। এ রাত ‘হাজার মাসের চেয়েও উত্তম’। পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ আল কোরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়। আল্লাহ তা’য়ালা বলেন, ‘আমি কদর রাতে কোরআন নাযিল করেছি’। তাই মুসলিম উম্মাহ’র নিকট শবে কদরের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও ফজিলত অত্যধিক। আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনে হাজার মাসের চেয়েও বেশি ইবাদতের নেকি লাভের সুযোগ এনে দেয় এই রাত। এই মহিমান্বিত রজনি সকলের জন্য ক্ষমা, বরকত, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনুক মহান আল্লাহর দরবারে এ মোনাজাত করি।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামের সুমহান আদর্শ আমাদের পাথেয়। আমরা এমন একটি সময়ে পবিত্র রমজান মাস পালন করছি যখন সারা বিশ্ব নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে বিপর্যস্ত। বিশ্বব্যাপী প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে। বাংলাদেশও এই ভাইরাসের আক্রমণের শিকার। আসুন শবে কদরের এই পবিত্র রজনিতে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে এ মহামারি থেকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি। আমি পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট অশেষ রহমত ও বরকত কামনার পাশাপাশি দেশের অব্যাহত অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের মোনাজাত কবুল করুন। আমীন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

*আজাদ/অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১৩০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৬

**করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে করণীয়:**

**­**ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

* ঘূর্ণিঝড় শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্থানীয় পর্যায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থান থেকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসুন।
* ঘরে প্রবেশের আগে পরিবারের সবাই সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন এবং জুতা বা স্যান্ডেল ঘরের ভেতর না ঢুকিয়ে বাইরে রাখুন।
* আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থান থেকে বাড়ীতে ফেরার পর পরিবারের সকল সদস্যের পরিধেয় সকল কাপড় অন্ততপক্ষে ৩০ মিনিট ধরে সাবান ও পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন এবং পরিবারের প্রত্যেকে জীবাণুমুক্ত হতে ভালোভাবে গোসল করে নিন।
* আপনার বাড়ীর দরজার হাতল, ঘরের মেঝে এবং অন্যান্য সকল আসবাবপত্র এবং আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে ব্যবহৃত মোবাইল, টর্চলাইট ও অন্যান্য সকল জিনিসপত্র জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করুন।
* ঘরে ফেরার পর অথবা পুনর্বাসনের সময় আপনার পরিবারের অসুস্থ, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের সুরক্ষার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।
* ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই মৃতব্যক্তির দাফন অথবা সৎকারের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা মেনে ব্যবস্থা নিন।
* ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং আহত বা নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মানসিক সহায়তা দিন। এক্ষেত্রে অবশ্যই শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
* ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

#

অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৫

**করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় চলাকালীন সময়ে করণীয়:**

**­**ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

* আপনি, আপনার পরিবারের সদস্য এবং অন্যরা আশ্রয়কেন্দ্রে থাকাকলীন সময়ে সবসময় মাস্ক পরে থাকুন। ঘনঘন সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন। হাঁচি, কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বা বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন ও হাত পরিষ্কার করুন। একে অন্যের থেকে কমপক্ষে ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
* আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ স্থানে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তির মধ্যে জ্বর, সর্দি, কাশি, ও গলাব্যথা দেখা দিলে সময় নষ্ট না করে সাথে সাথেই স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় প্রশাসন বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন এবং অবিলম্বে তাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করুন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন।
* আশ্রয়কেন্দ্রে বা নিরাপদ স্থানে অবস্থানকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে দেরি না করে স্বেচ্ছাসেবক,স্বাস্থ্যকর্মী অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
* আশ্রয়কেন্দ্রে অথবা অন্যকোন নিরাপদ স্থানে থাকাকালীন সময়ে প্রতিবার ল্যাট্রিন ব্যবহারের আগে জীবাণুনাশক দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। জীবাণুনাশক তৈরির জন্য ১ লিটার পানিতে ২ চা চামচ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে দ্রবন তৈরি করে রাখুন এবং এটি সংরক্ষণ করুন। যাতে করে প্রতিবার ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। প্রতিবার ল্যাট্রিন ব্যবহারের পর সাবান ও পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।

#

অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২৪

**করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি**

**­**ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

* করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের সময়ে ঘুর্ণিঝড়ের মৌসুম চলে আসায় আপনার নিজের, পরিবার, প্রিয়জন এবং প্রতিবেশীর সুরক্ষায় এই সময়ের প্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে জানুন।
* আপনার এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে ৮-১০ নং মহাবিপদ সংকেত প্রচার করা হলে আপনার পরিবারের অসুস্থ, বয়স্ক ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র অথবা নিরাপদ কোন স্থানে নিয়ে যান। এই সময়ে অবশ্যই সবাইকে মাস্ক পরিয়ে এবং ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে আশ্রয় কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে নিতে হবে।
* আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার সময় শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ঔষধ, সাবান, টর্চলাইট, অতিরিক্ত পোশাক ও মাস্ক পলিথিনে মুড়িয়ে সাথে করে নিয়ে যান।
* এই সময়ে আপনার পরিবারের করো জ্বর, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা হলে সময় নষ্ট না করে এখনই স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বা স্বাস্থ্যকর্মী অথবা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নম্বরে কল করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন। স্থানীয় পর্যায়ের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী করণীয় ঠিক করুন।
* ঘূর্ণিঝড়ের এই সময়ে পরিবারের সদস্যদের কারো প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছাসেবক,স্বাস্থ্যকর্মী, অথবা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।
* ঘূর্ণিঝড়ের মহাবিপদ সংকেত শোনার সাথে সাথেই হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য গবাদিপ্রাণীগুলোকে কাছাকাছি উঁচু ও নিরাপদ স্থানে রেখে আসুন। সম্ভব না হলে ছেড়ে দিন।
* নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জাতীয় পরিচয়পত্র, দলিল, ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পলিথিনে বেঁধে নিজেদের সঙ্গে রাখুন।
* আপনার বাড়ীর অথবা এলাকার কোন টিউবওয়েলে লবনাক্ত পানি ঢুকে যাওয়ার আশংকা থাকলে সেই টিউবওয়েলের মাথা খুলে পাইপের মুখ পলিথিন দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখুন, যাতে পরবর্তীতে টিউবওয়েলটি থেকে নিরাপদ পানি পাওয়া যায়।
* আপনি ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ তথ্য জানতে সার্বক্ষনিকভাবে রেডিও/টেলিভিশন/মোবাইল ফোন সচল রাখুন। এছাড়াও ১০৯০ বা ৩৩৩ নম্বরে কল করে করোনা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিন। এই সময়ে আপনার মোবাইল ফোনটি শতভাগ চার্জ করে রাখুন এবং মোবাইল ফোনের চার্জারটিও সাথে রাখুন।

#

অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১৮২৩

**ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

 করোনা ভাইরাসের মতো দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে সরকার।

 ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯ মে পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৭২ হাজার ৪৬৭ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৩৮ হাজার ৭৫৪ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ১ কোটি ১৯ লাখ ৭৪ হাজার ৪৬০টি এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৩২ লাখ ১৪ হাজার ৭০ জন।

 শিশুখাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায়  ৯৭ কোটি ৭৮ লাখ টাকা । এরমধ্যে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭৭ কোটি ৩ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৬৪ কোটি ৬৩ লাখ ১৪ হাজার ২২ টাকা। এতে উপকারভোগীর পরিবার সংখ্যা ৭২ লাখ ২৯ হাজার ৮৬০ টি এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৩৪ লাখ ২ হাজার ৩৬৫ জন । শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ ২০ কোটি ৭৪ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১৬ কোটি ৯ লাখ ২৭ হাজার ৫৮০ টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ এবং লোক সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ।

#

সেলিম/অনসূয়া/জসীম/লাভলী/২০২০/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১৮২২

**ঘূর্ণিঝড় আম্পান**

**মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের জন্য ১০ নম্বর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরের জন্য**

**৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত**

ঢাকা, ৬ জ্যৈষ্ঠ (২০ মে):

পশ্চিমমধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত সুপার সাইক্লোন ‘আম্পান’ উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বর্তমানে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি আজ সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৫২৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৫১৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণপশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৩৪৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ৩৭০ কিঃ মিঃ দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থান করছিল। এটি উত্তর-উত্তরপূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে খুলনা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে ২০ মে বিকাল অথবা সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অতিক্রম করতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আজ সকাল ১০টার আবহাওয়ার বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

 সুপার সাইক্লোনের কেন্দ্রের ৮৫ কিঃ মিঃ এর মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ২০০ কিঃ মিঃ যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২২০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুপার সাইক্লোন কেন্দ্রের নিকটে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ রয়েছে।

 মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ১০ (দশ) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্রবন্দরকে ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। উপকূলীয় জেলা নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহ ৯ (নয়) নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

 ঘূর্ণিঝড় এবং অমাবস্যার প্রভাবে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১০-১৫ ফুট অধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হতে পারে এবং এ অঞ্চলসমূহে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ-সহ ঘন্টায় ১৪০-১৬০ কিঃ মিঃ বেগে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সকল মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

#

আবুল কালাম/অনসূয়া*/*জসীম/*লাভলী/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা*